সপ্তবিংশতি অধ্যায়

দেবরাজ ইন্দ্র ও মাতা সুরভির প্রার্থনা

শ্রীকৃষ্ণের বিস্ময়কর ক্ষমতা দর্শন করে সুরভি গাভী ও ইন্দ্র কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা দ্বারা বৃন্দাবন আক্রমণ করার জন্য লজ্জিত ইন্দ্র গোপনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর প্রণাম নিবেদন করেন এবং তাঁর স্তুতি করেন। ইন্দ্র বললেন, যদিও শ্রীকৃষ্ণের কখনও অজ্ঞানতাজনিত মায়াময় গুণপ্রবাহ থাকতে পারে না, তবুও তিনি ধর্মসংস্থাপন ও দুষ্টের দমনের জন্য মনুষ্যদেহ ধারণ করে বিভিন্ন লীলা সম্পাদন করেন। যারা নিজেদের ঈশ্বর বা পরম নিয়ন্তারূপে জ্ঞান করে, তাদের মিথ্যা অহংকার এইভাবে তিনি চূর্ণ করেন। শ্রীকৃষ্ণই সমগ্র জীবের পিতা, গুরু, ঈশ্বর এবং কালরূপে তিনি তাদের দণ্ডদাতা। সেই কথা বলার জন্যই ইন্দ্র সেখানে গিয়েছিলেন।

ইন্দ্রের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন যে, অহংকারে মত্ত ইন্দ্রের কৃষ্ণ-স্মৃতি জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই তিনি ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করেছিলেন। জাগতিক ঐশ্বর্যে প্রমত্ত ব্যক্তিরা কখনই তাদের সামনে দণ্ডায়মান দণ্ডপাণিরূপে তাঁকে দর্শন করতে পারে না। সুতরাং ভগবান কৃষ্ণ যদি কারুর প্রকৃত সৌভাগ্য আকাঙ্ক্ষা করেন, তখন তিনি তার ঐশ্বর্যের মর্যাদা থেকে তাকে বিচ্যুত করেন।

ভগবান কৃষ্ণ ইন্দ্রকে স্বর্গে তার যথাযথ পদে ফিরে গিয়ে অহমিকা বর্জন করে সেবা করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর ইন্দ্র সুরভি গাভীসহ, আকাশ গঙ্গার জল ও মাতা সুরভির দুগ্ধ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক অনুষ্ঠান করলেন। এই সুযোগে ইন্দ্র ও সুরভি গাভী ভগবানকে গোবিন্দ নামে অভিহিত করলেন আর দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি ও বিবিধ স্তব পাঠ করতে লাগলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

গোবর্ধনে ধৃতে শৈলে আসারাদ্রক্ষিতে ব্রজে ।
গোলোকাদাব্রজৎ কৃষ্ণং সুরভিঃ শক্র এব চ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **গোবর্ধনে**—গোবর্ধন; **ধৃতে**—ধারণ করলে; **শৈলে**—পর্বত; **আসারাৎ**—বর্ষণ হতে; **রক্ষিতে**—রক্ষিত হলে; **ব্রজে**—

ব্রজ; গো-লোকাৎ—গোলোক থেকে; আব্রজৎ—আগমন করলেন; কৃষ্ণম্—কৃষ্ণের কাছে; সুরভিঃ—মাতা সুরভি; শক্রঃ—ইন্দ্র; এব—ও; চ—এবং।

অনুবাদ

গোবর্ধন পর্বত উত্তোলিত করে কৃষ্ণ ব্রজবাসীগণকে প্রচণ্ড বর্ষণ থেকে রক্ষা করার পরে, গোমাতা সুরভি তাঁর গোলোক থেকে ইন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ সন্দর্শনে আগমন করলেন।

তাৎপর্য

গো-লোকাৎ শব্দটি এখানে গোলোক নামক জগতকে নির্দেশ করছে যা অসাধারণ গাভীতে পূর্ণ। সুরভি হর্ষ সহকারে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে গমন করেছিলেন, কিন্তু ইন্দ্র সভয়ে গমন করেছিলেন। এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইন্দ্রের ঘৃণ্য ও অপরাধমূলক আক্রমণ থেকে ব্রজবাসীকে রক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে বিস্ময়কর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল। ইন্দ্র অবশ্য লজ্জিত হয়েছিলেন এবং তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। এই অনুচিত কাজ করার পর ইন্দ্র ভয়ে ভয়ে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। ব্রহ্মা তাঁকে গোলোক থেকে সুরভিকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২

বিবিক্ত উপসঙ্গম্য ব্রীড়িতঃ কৃতহেলনঃ ।
পস্পর্শ পাদয়োরেনং কিরীটেনার্কবর্চসা ॥ ২ ॥

বিবিক্তে—নির্জনে; উপসঙ্গম্য—কৃষ্ণসমীপাগত; ব্রীড়িতঃ—লজ্জিত; কৃত-হেলনঃ—অপরাধজনিত; পস্পর্শ—তিনি স্পর্শ করলেন; পাদয়োঃ—তাঁর পাদদ্বয়; এনম্—কৃষ্ণকে; কিরীটেন—তাঁর কিরীট দ্বারা; অর্ক—সূর্যের মতো; বর্চসা—উজ্জ্বল।

অনুবাদ

ভগবানকে অবজ্ঞা করার জন্য ইন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত হন। নির্জনে কৃষ্ণ-সমীপে গিয়ে সূর্যের মতো উজ্জ্বল তাঁর কিরীটখানি কৃষ্ণের পদতলে স্থাপন করে ইন্দ্র নিজেও তাঁর পাদপদ্মে পতিত হয়ে পাদযুগল স্পর্শ করলেন।

তাৎপর্য

ইন্দ্র যে নির্জন স্থানে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভের জন্য গমন করেছিলেন, সেই বিশেষ নির্জন স্থানটির কথা শ্রীবৈশম্পায়ন মুনি *হরিবংশ* (বিষ্ণু-পর্ব ১৯/৩) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন—*স দদর্শোপবিষ্টং বৈ গোবর্ধনশিলাতলে।* "তিনি তাঁকে (কৃষ্ণকে) গোবর্ধন পর্বতের পাদদেশে উপবিষ্ট দেখলেন।"

আচার্যগণের ভাষ্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের জন্য একটি নির্জন-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন যাতে ইন্দ্র আরও বেশি লজ্জিত বা অপদস্থ না হয়ে পড়েন। ইন্দ্র তাঁর শরণাগত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে আসেন, এবং ভগবান তাঁকে সঙ্গোপনে তা করার অনুমোদন করেছিলেন।

শ্লোক ৩

দৃষ্টশ্রুতানুভাবোঽস্য কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ ।
নষ্টস্ত্রিলোকেশমদ ইদমাহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৩ ॥

দৃষ্ট—দর্শিত; **শ্রুত**—শ্রুত; **অনুভাবঃ**—শক্তি; **অস্য**—এই; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **অমিত**—অপরিমেয়; **তেজসঃ**—তেজরাশি; **নষ্ট**—বিনাশ; **ত্রি-লোক**—ত্রি-জগতের; **ঈশ**—ঈশ্বর; **মদঃ**—গর্ব; **ইদম্**—এই সকল কথা; **আহ**—বললেন; **কৃত-অঞ্জলিঃ**—করজোড়ে বিনীতভাবে।

অনুবাদ

সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য তেজ সম্বন্ধে ইন্দ্র ইতিমধ্যে অবগত হয়েছেন এবং তিনি, তা দর্শন করার ফলে ত্রিজগতের ঈশ্বর হয়ে ওঠার মিথ্যা অহংকার তাঁর দমিত হয়েছিল। করজোড়ে বিনীতভাবে তিনি ভগবানের উদ্দেশে বললেন।

শ্লোক ৪

ইন্দ্র উবাচ

বিশুদ্ধসত্ত্বং তব ধাম শান্তং
তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কম্ ।
মায়াময়োঽয়ং গুণসম্প্রবাহো
ন বিদ্যতে তেঽগ্রহণানুবন্ধঃ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রঃ উবাচ—ইন্দ্র বললেন; **বিশুদ্ধসত্ত্বম্**—দিব্য-সত্ত্বগুণে প্রকাশিত; **তব**—আপনার; **ধাম**—স্বরূপ; **শান্তম্**—অপরিবর্তনীয়; **তপঃ ময়ম্**—পূর্ণ জ্ঞানময়; **ধ্বস্ত**—বিনষ্ট; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমস্কম্**—এবং তমোগুণ; **মায়া-ময়ঃ**—মায়াময়; **অয়ম্**—এই; **গুণ**—জাগতিক গুণসমূহ; **সম্প্রবাহঃ**—মহাপ্রবাহ; **ন বিদ্যতে**—বিদ্যমান হয় না; **তে**—আপনাতে; **অগ্রহণ**—অজ্ঞতার; **অনুবন্ধঃ**—সম্বন্ধজনিত।

অনুবাদ

ইন্দ্র বললেন—আপনার দিব্য স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বে প্রকাশিত, অপরিবর্তনীয়, দীপ্তজ্ঞানে উদ্ভাসিত, এবং রজঃ ও তমোগুণশূন্য। মায়া এবং অজ্ঞানতাজনিত প্রবল জাগতিক গুণপ্রবাহ আপনার মধ্যে নেই।

তাৎপর্য

মহান ভাগবত-ভাষ্যকার শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই গভীর ব্যঞ্জনাময় শ্লোকটির সংস্কৃত সূত্রগুলির নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন।

সংস্কৃত *ধাম* শব্দটির বিবিধ অর্থ রয়েছে— ক) বাসস্থান, গৃহ, পবিত্র স্থান ইত্যাদি; খ) প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তি; পরমানন্দ বা পুলক; গ) স্বরূপ বা আবির্ভাব; ঘ) শক্তি, বল, মর্যাদা, মহিমা, উজ্জ্বল দীপ্তি বা আলো।

প্রথম পর্যায়ের (অর্থাৎ ক-শ্রেণীভুক্ত) অর্থসমূহের ক্ষেত্রে *বেদান্ত সূত্রে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরম তত্ত্বই সমস্ত সৃষ্টির উৎস ও অবলম্বন স্থান এবং ভাগবতের প্রথম শ্লোকেই কৃষ্ণকে পরমতত্ত্ব রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও কৃষ্ণলোক নামক তাঁর নিজ ধামেই ভগবান কৃষ্ণ অবস্থান করেন, কিন্তু স্বয়ং তিনি সমস্ত সৃষ্টির ধাম-স্বরূপ, একথা অর্জুন *ভগবদ্গীতায়* কৃষ্ণকে *পরং ধাম* রূপে সম্ভাষিত করে প্রতিপন্ন করেছেন।

কৃষ্ণ নামটিই সর্বাকর্ষক ব্যক্তিত্ব নির্দেশক আর তাই সমস্ত সৌন্দর্য ও আনন্দের উৎসস্বরূপ ভগবান কৃষ্ণ নিশ্চিতভাবেই, "প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তি; পরমানন্দ বা পুলক।" শেষ পর্যন্ত এই সমস্ত পদগুলি কেবলমাত্র কৃষ্ণের জন্যই ব্যবহৃত হতে পারে।

ধাম বলতে স্বরূপ বা আবির্ভাব বোঝায়, আর ইন্দ্র যখন এই প্রার্থনাগুলি নিবেদন করেছেন, তখন বাস্তবিকই তিনি তাঁর সামনেই ভগবানের স্বরূপ দর্শন করেছিলেন।

বৈদিক সাহিত্যে পরিষ্কার বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান কৃষ্ণের ক্ষমতা, শক্তি, মর্যাদা, মহিমা, উজ্জ্বল দীপ্তি ও জ্যোতি সব কিছুই তাঁর দিব্য দেহসমন্বিত আর এইভাবেই ভগবানের অনন্ত মহিমা প্রমাণিত হয়।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী *ধাম* শব্দটির সমস্ত অর্থসমূহের চমৎকার সারসংক্ষেপ করে সংস্কৃত *স্বরূপ* শব্দটি সমার্থক শব্দরূপে প্রদান করেছেন। *স্বরূপ* শব্দটির অর্থ "কারও নিজ রূপ বা আকার" এবং "কারও নিজ অবস্থা, বৈশিষ্ট্য বা স্বভাব"। যেহেতু ভগবান কৃষ্ণ তাঁর দেহ হতে অভিন্ন বিশুদ্ধ আত্মা, তাই বাস্তবিকই ভগবান ও তাঁর দৃশ্যরূপে কোন ভেদ নেই। কিন্তু বিপরীতভাবে এই জড় জগতে আমরা বদ্ধ-আত্মাগণ স্পষ্টভাবেই আমাদের দেহ থেকে ভিন্ন, সেই দেহটি স্ত্রী, পুরুষ, কালো, সাদা যাই হোক। আমরা সকলেই আমাদের অনিত্য, তুচ্ছ দেহ থেকে ভিন্ন নিত্য আত্মা।

স্বরূপ শব্দটি যখন আমাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখন তা বিশেষভাবে আমাদের চিন্ময় রূপকেই নির্দেশ করে, কারণ আমাদের 'নিজ রূপ' প্রকৃতপক্ষে আমাদের চিরকালেরই "নিজ অবস্থা, বৈশিষ্ট্য বা স্বভাব"। তাই মুক্ত অবস্থায়

যেখানে কারও প্রগাঢ় চিন্ময় স্বভাবই তার বাহ্য রূপ, তাকেই *স্বরূপ* বলা হয়। মুখ্যত এই পদটি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশেই উল্লেখিত হয়ে থাকে। শ্রীল শ্রীধর স্বামী দ্বারা বর্ণিত এই সমস্ত কিছুই এই শ্লোকের *তব ধাম* শব্দে নির্দেশিত হয়েছে।

শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে এখানে *শান্তম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে "সর্বদা একই রূপ"। *শান্তম্* বলতে "স্থির, আবেগ মুক্ত বা শুদ্ধ"-কেও বোঝায়। বৈদিক দর্শন অনুসারে এই জগতের সকল পরিবর্তনই হয়ে থাকে রজঃ ও তমোগুণের প্রভাবের দ্বারা। রজোগুণ সৃষ্টিশীল আর তমোগুণ বিনাশকারী। কিন্তু সত্ত্বগুণ হচ্ছে অচঞ্চল ও ধারণশীল। নানাভাবে এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ত্রিগুণাতীত। *বিশুদ্ধসত্ত্বম্, শান্তম্, ধস্তরজস্তমস্কম্, এবং গুণ-সম্প্রবাহো ন বিদ্যতে,* এই সমস্ত পদই তা নির্দেশ করছে। জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের সংস্পর্শ হেতু আমরা এক দেহ থেকে অন্য দেহে দেহান্তরিত হয়ে থাকি, কিন্তু কৃষ্ণ তা হন না। জড় দেহের বিভিন্ন রূপান্তর প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে যা সময়ের প্রভাবের দ্বারা আপন গতিতেই স্থির হয়ে থাকে। সুতরাং জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ থেকে যিনি মুক্ত, তিনি আনন্দময় চিন্ময় অস্তিত্বে নিত্যত সন্তুষ্ট ও অপরিবর্তিত। তাই এখানে *শান্তম্* শব্দের মাধ্যমে নির্দেশ করা হয়েছে যে, যেহেতু ভগবান জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ থেকে মুক্ত, অতএব তিনি পরিবর্তনের মাধ্যমে উপদ্রুত হন না।

এই শ্লোক অনুসারে, জড়া প্রকৃতির গুণসমূহের শক্তিশালী প্রবাহ—প্রধানত আবেগ, মূঢ়তা ও জাগতিক কর্তব্য—*অগ্রহণ* জাত, শ্রীল শ্রীধর স্বামী যাকে 'অজ্ঞতা' রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। যেহেতু সংস্কৃত *গ্রহ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে "গ্রহণ করা, স্বীকার করা, উপলব্ধি করা বা হৃদয়ঙ্গম করা"; *গ্রহণ* শব্দটির অর্থ ঠিক কোন কিছু "ধারণা বা সত্যকে উপলব্ধি করা" অর্থে "হৃদয়ঙ্গম" করা। সুতরাং এখানে *অগ্রহণ* শব্দটির অর্থ কারো চিন্ময় অবস্থান হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হওয়া আর এই ব্যর্থতার ফলেই জাগতিক অস্তিত্বের ভয়ঙ্কর প্রবাহে পতিত হতে হয়।

অগ্রহণ শব্দটিকে বিভাজিত করে *অগ্র-হণ* এই যৌগিক শব্দ থেকে অতিরিক্ত অর্থও পাওয়া যায়। *অগ্র* শব্দের অর্থ "প্রথম, শীর্ষ বা সর্বোত্তম" এবং *হণ* অর্থ "হত্যা"। অনিত্য জড়দেহ ও মনের বিপরীত বৈশিষ্ট্যে অবস্থিত নিত্য, শুদ্ধ আত্মাই হচ্ছে আমাদের অস্তিত্বের সর্বোত্তম অংশ। তাই যিনি কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করার চেয়ে জাগতিক জীবনকেই পছন্দ করছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি তার সর্বোত্তম অংশ আত্মা, যা তার শুদ্ধ অবস্থানে অনন্তরূপে কৃষ্ণভাবনামৃত উপভোগ করতে পারে, তাকে হত্যা করছেন।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী *তপোময়ম্* শব্দটিকে "জ্ঞানময়" রূপে তর্জমা করেছেন। *তপস্* শব্দটি সাধারণত *তপশ্চর্যা* নির্দেশ করে, যেটি সংস্কৃত ক্রিয়া *তপ* থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার অর্থ সংক্ষেপে সূর্যের বিবিধ কার্যাবলী নির্দেশ করে। *তপ* অর্থ হচ্ছে "দগ্ধ করা, আলোকিত করা, উত্তপ্ত করা ইত্যাদি"। পরমেশ্বর ভগবান নিত্য শুদ্ধ আর তাই *তপো-ময়ম্* শব্দটি, ভগবানের দিব্য দেহ তপশ্চর্যার জন্য, এরকম অর্থ নির্দেশ করে না, কারণ কেবলমাত্র বদ্ধ জীবেরাই তাদের নিজেদের শুদ্ধ করার জন্য অথবা নির্দিষ্ট কোন শক্তি অর্জনের জন্য তপশ্চর্যার অনুষ্ঠান করে থাকে। যিনি সর্বশক্তিমান শুদ্ধসত্ত্ব, তাঁর কখনও নিজেকে শুদ্ধ করার কিম্বা শক্তি অর্জন করার প্রয়োজন হয় না—তিনি চির শুদ্ধ এবং সর্বতোভাবে শক্তিশালী। সুতরাং শ্রীধর স্বামী বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে,—এখানে *তপস্* শব্দটি সূর্যের আলো দেওয়ার কাজটিকেই উল্লেখ করছে আর তার দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে, ভগবানের স্বতঃজ্যোতির্ময় অঙ্গটি সর্বজ্ঞানের আধার। সাধারণত আলো জ্ঞানের প্রতীক। ভগবানের চিন্ময় জ্যোতি কখনই দৈহিকভাবে আলো বিকীরণ করে না, যেমন একটি মোম বা বৈদ্যুতিক বাল্ব করে থাকে। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে, ভগবানের দেহ শুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা আমাদের চেতনাকে আলোকিত করে কারণ ভগবানের জ্যোতিই বিশুদ্ধ জ্ঞান।

আমরা শ্রীল শ্রীধর স্বামীর পাদপদ্মে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি এবং এই শ্লোকের জ্ঞানগর্ভ ভাষ্য প্রদানের জন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

শ্লোক ৫

কুতো নু তদ্ধেতব ঈশ তৎকৃতা
লোভাদয়ো যেঽবুধলিঙ্গভাবাঃ ।
তথাপি দণ্ডং ভগবান বিভর্তি
ধর্মস্য গুপ্ত্যৈ খলনিগ্রহায় ॥ ৫ ॥

কুতঃ—কিভাবে; **নু**—অবশ্যই; **তৎ**—সেই (জাগতিক দেহের অস্তিত্ব); **হেতবঃ**—কারণ; **ঈশ**—হে ভগবান; **তৎ-কৃতাঃ**—দেহ সম্বন্ধে উৎপন্ন; **লোভ-আদয়ঃ**—লোভ ইত্যাদি; **যে**—যে; **অবুধ**—অজ্ঞ ব্যক্তির; **লিঙ্গ-ভাবাঃ**—লক্ষণসমূহ; **তথা অপি**—তথাপি; **দণ্ডম্**—শাস্তি; **ভগবান**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিভর্তি**—ধারণ করা; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **গুপ্ত্যৈ**—রক্ষার জন্য; **খল**—দুষ্ট; **নিগ্রহায়**—দমনের জন্য।

অনুবাদ

তাহলে, জড়জাগতিক অস্তিত্বের মাঝে প্রারব্ধ সম্বন্ধের ফলে অজ্ঞ মানুষের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, এবং মাৎসর্যের যে সব লক্ষণগুলির সৃষ্টি হয়, এবং

যেগুলি মানুষকে জড়জাগতিক অস্তিত্বের জটিলতার মাঝে আরও জড়িত করে রাখে, সেই লক্ষণগুলি কেমন করে আপনারই মধ্যে বিরাজ করতে পারল? আর তা সত্ত্বেও পরমেশ্বর ভগবান হয়ে আপনি ধর্মনীতি রক্ষার জন্য শাস্তিবিধান করেন এবং দুষ্টের দমন করেন।

তাৎপর্য

ইন্দ্রের এই জটিল দার্শনিক বক্তব্য এইভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে—এই শ্লোকের প্রথম পংক্তিতেই ইন্দ্র পূর্ববর্তী শ্লোকের শেষে প্রকাশিত মূল ধারণাটিকে ব্যক্ত করেছেন, তা হল জড় অস্তিত্বের মহা প্রবাহ যা অজ্ঞানজনিত, পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে অবস্থান করতে পারে না। *তদ্ধেতবঃ* এবং *তৎকৃতাঃ* শব্দ দুটি নির্দেশ করছে—যে সকল কারণে প্রকৃতির গুণসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল, পরে তারাই আবার তাদের সেই কারণের কারণ হয়ে উঠেছিল। এই শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তিতে আমরা পাই,—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, এবং মাৎসর্য এই জড় অনুভবগুলিই প্রকৃতির গুণসমূহের প্রকাশের কারণ এবং এগুলি নিজেরাই (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, এবং মাৎসর্য) জড় গুণসমূহের দ্বারা উৎপন্ন হয়।

এই আপাতবিরোধী সত্যের ব্যাখ্যাটি এইরকম যে—যখন বদ্ধ আত্মা জড় গুণাবলীর সঙ্গ করার ইচ্ছা করে, তখন সে সেইরকম গুণাবলীর দ্বারা কলুষিত হয়ে যায়। যেমন *গীতায়* (১৩/২২) বলা হয়েছে *কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু।* উদাহরণস্বরূপ কোন ভ্রষ্টা নারীর উপস্থিতিতে একজন মানুষ তার নীচ প্রবৃত্তিগুলিকে উদ্বুদ্ধ করে সেই নারীর সঙ্গে যৌনসুখ উপভোগের চেষ্টা করতে পারে। তার নীচ গুণজাত স্বভাবের সঙ্গ করার ইচ্ছার প্রভাবে সেই নীচ গুণগুলি তার মধ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সে কামনা দ্বারা অভিভূত হয়ে পুনঃ পুনঃ তার জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। যেহেতু তার মন কামনা দ্বারা সংক্রামিত, সে যাই করে, ভাবে, বলে তা সবই তার যৌনতার প্রতি দৃঢ় আসক্তির দ্বারা প্রভাবিত থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে, কামগুণসম্পন্ন স্বভাবের সঙ্গ পছন্দ করার দ্বারা সেই কামগুণসমূহকে সে তার ভিতরে শক্তিশালী হয়ে প্রকাশিত হওয়ার কারণ ঘটায় এবং সেই কামগুণাবলী অবশেষে কামগুণাবলী দ্বারা শাসিত উপযুক্ত তার আরেকটি জড় দেহ ধারণের কারণ হয়ে ওঠে।

নিম্ন গুণাবলীসমূহ, যেমন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, এবং মাৎসর্য সকলই *অবুধ-লিঙ্গ-ভাবাঃ* অর্থাৎ অজ্ঞতার লক্ষণ। প্রকৃতপক্ষে, যেমন শ্রীধর স্বামী তাঁর ভাষ্যে বর্ণনা করেছেন, প্রকৃতির গুণাবলীর প্রকাশ আর কোন জাগতিক দেহের প্রকাশ, ব্যাপারটি সমার্থ। সমস্ত বৈদিক সাহিত্যে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে

যে, বদ্ধ আত্মা একটি দেহ ধারণ করে, সেটি পরিত্যাগ করে এবং পুনরায় আরেকটি দেহ গ্রহণ করে, কেবলমাত্র প্রকৃতির গুণাবলীর সঙ্গে তার সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য (*কারণং গুণসঙ্গোঽস্য*)। এইভাবে, কেউ প্রকৃতির গুণাবলীতে অংশগ্রহণ করছে বলতে বোঝায় যে, নির্দিষ্ট জড় গুণাবলীর সঙ্গে সম্পর্কিত কেউ সেই ধরনের একটি উপযুক্ত দেহ গ্রহণ করছে।

একজন অজ্ঞ দর্শক হয়ত সরলভাবে কৃষ্ণের গিরি গোবর্ধন উত্তোলন লীলাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন—বৃন্দাবনবাসীগণ বৈদিক নীতিসমূহ দ্বারা পরিচালিত হয়ে স্বর্গের দেবতা ইন্দ্রকে কিছু নিবেদন করেছিলেন। শিশু কৃষ্ণ ইন্দ্রের অবস্থানকে অবজ্ঞা করে বলপূর্বক সেই সমস্ত নিবেদন তাঁর আপন আনন্দের জন্য ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। ইন্দ্র যখন কৃষ্ণ ও তাঁর সঙ্গীদের দণ্ডদানের চেষ্টা করেন, ভগবান ইন্দ্রের উদ্দেশ্যকে হতাশ করে তাকে অপমান করেন ও তার গর্ব ও ঐশ্বর্যের বিনাশ করেন।

কিন্তু এই ধরনের কল্পনাপ্রসূত ব্যাখ্যা এই শ্লোকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এখানে দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান রূপে সম্বোধন করে নির্দেশ করছেন যে, কৃষ্ণ কেবলমাত্র একজন সাধারণ শিশু নন, প্রকৃতপক্ষে তিনি ভগবান। সুতরাং কৃষ্ণের ইন্দ্রকে দণ্ডদান, তাঁর ধর্মকে রক্ষা করা ও দুষ্টের দমন করার ব্রত বা উদ্দেশ্যেরই অংশ ছিল। সেটি কোন জাগতিক ক্রোধ বা ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে অর্পিত নিবেদনের প্রতি লোভের প্রদর্শন ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ-সত্ত্ব এবং তাঁর সামান্য বিনীত ইচ্ছাটি হল সমস্ত জীবকে কৃষ্ণভাবনামৃতের শুদ্ধ, আনন্দময় জীবনে যুক্ত করা। আমাদের কৃষ্ণভাবনাময় করার কৃষ্ণের ইচ্ছাটি অস্মিতাসূচক নয়, কারণ চরমে শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত কিছু আর বিষয়গতভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত শ্রেষ্ঠ চেতনা। দেবরাজ ইন্দ্র বাস্তবিকই কৃষ্ণের বিনীত দাস এবং সেই সত্য তিনি এখন স্মরণ করতে শুরু করেছেন।

শ্লোক ৬

পিতা গুরুস্ত্বং জগতামধীশো
দুরত্যয়ঃ কাল উপাত্তদণ্ডঃ ।
হিতায় চেচ্ছাতনুভিঃ সমীহসে
মানং বিধুন্বন্ জগদীশমানিনাম্ ॥ ৬ ॥

পিতা—পিতা; **গুরুঃ**—গুরুদেব; **ত্বম্**—আপনি; **জগতাম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের; **অধীশঃ**—পরমেশ্বর; **দুরত্যয়ঃ**—অলঙ্ঘনীয়; **কালঃ**—সময়; **উপাত্ত**—ধারণ করেন; **দণ্ডঃ**

—শাস্তি; হিতায়—মঙ্গলের জন্য; চ—এবং; ইচ্ছা—আপনার স্বতন্ত্র আকাঙ্ক্ষা দ্বারা; তনুভিঃ—আপনার দিব্যরূপ সমূহের দ্বারা; সমীহসে—কার্য করেন; মানম্—গর্ব; বিধুন্বন্—খণ্ডন করেন; জগৎ-ঈশ—জগতের অধীশ্বর; মানিনাম্—যারা নিজেদের মনে করে।

অনুবাদ

আপনিই এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পিতা, গুরুদেব এবং পরম নিয়ন্তা। আপনিই অলঙ্ঘনীয় কালরূপে পাপীদের মঙ্গলার্থে দণ্ড বিধান করেন। বস্তুতঃ আপনার স্বতন্ত্র ইচ্ছা দ্বারা নির্ধারিত আপনার বিভিন্ন লীলাবতারে নিজেদের জগদীশ্বরাভিমানিদের মিথ্যা অহংকার আপনি নিশ্চিতভাবে দূরীভূত করেন।

তাৎপর্য

এখানে *হিতায়* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র জগতের মঙ্গলার্থে ধর্ম রক্ষা করেন এবং দুষ্টের দমন করেন। মূর্খ ও অবিশ্বাসী ছদ্মতত্ত্ববিদগণ প্রকৃতির ক্রিয়ার মাধ্যমে জীবকে শাস্তি প্রদানের জন্য ভগবানের সমালোচনা করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষভাবেই তাদের শাস্তি দান করুন আর এখানে উল্লিখিত প্রত্যক্ষভাবে তাঁর অবতাররূপেই শাস্তি দান করুন, সেই শাস্তি দেবার অধিকার তাঁর রয়েছে, কারণ তিনিই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পিতা, গুরুদেব এবং পরম নিয়ন্তা। আরেকভাবে, দুর্লঙ্ঘনীয় কাল রূপেও তিনি বদ্ধ জীবের ভগবৎবিহীন রাম-রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রচেষ্টা দমন করে থাকেন। কথায় আছে, "শাস্তি না দিলে সন্তান বয়ে যায়।" এই কথাটি সত্যি এবং প্রকৃতপক্ষে এটি ভগবানেরই কৃপা যে, তিনি আমাদের অসদাচরণ সংশোধন করার জন্য বিড়ম্বনা গ্রহণ করছেন, যদিও অবিশ্বাসী মানুষ ভগবানের এই পিতৃসুলভ সদাজাগ্রত প্রহরার সমালোচনা করে থাকেন।

শ্লোক ৭

যে মদ্বিধাজ্ঞা জগদীশমানিনস্
ত্বাং বীক্ষ্য কালেঽভয়মাশু তন্মদম্ ।
হিত্বার্য্যমার্গং প্রভজন্ত্যপস্ময়া
ঈহা খলানামপি তেঽনুশাসনম্ ॥ ৭ ॥

যে—যারা; মৎ-বিধা—আমার মতো; অজ্ঞাঃ—মূর্খ ব্যক্তি; জগৎ-ঈশ—জগদীশ্বররূপে; মানিনঃ—নিজেদের মিথ্যা জ্ঞান করেন; ত্বাম্—আপনি; বীক্ষ্য—দর্শন করে; কালে—ভয়ের সময়েও; অভয়ম্—নির্ভয়; আশু—শীঘ্রই; তৎ—তাদের; মদম্—গর্ব; হিত্বা—ত্যাগ করে; আর্য্য—ভক্তরূপে; মার্গম্—পথ; প্রভজন্তি—

অবলম্বন করে; **অপস্ময়াঃ**—বিগত-গর্ব; **ঈহা**—কার্যকলাপ; **খলানাম্**—খলব্যক্তিগণের; **অপি**—বস্তুতঃ; **তে**—আপনার দ্বারা; **অনুশাসনম্**—শিক্ষা।

অনুবাদ

আমার মতো মূঢ়গণও, যারা গর্বভরে নিজেদের জগদীশ্বর মনে করে, তারাও ভয়ের সময়েও আপনাকে নির্ভয় দেখে শীঘ্রই তাদের মিথ্যা অহংকার ত্যাগ করে পারমার্থিক উন্নতির ভক্তি-মার্গ গ্রহণ করে। এইভাবে আপনি খলব্যক্তিদের শিক্ষা প্রদানের জন্য দণ্ডদান করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর দ্বারা মূঢ় ব্যক্তিগণের দর্প ভঙ্গ হয়েছে, এরকম দৃষ্টান্তে ইতিহাস পূর্ণ হয়ে আছে। সাধারণ মানুষকে অভূতপূর্ব বিপন্নতায় রেখে আধুনিক রাষ্ট্রনেতারা গর্বভরে একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করে। তেমনই ইন্দ্রও তাঁর আপাত গৌরবজনক পদ-মর্যাদার গর্বে ভয়ঙ্কর অস্ত্রের সাহায্যে নিরীহ বৃন্দাবনবাসীদের জীবন শঙ্কিত করার সাহস করেছিলেন, যতক্ষণ না পরমেশ্বর ভগবান তৎপরতার সঙ্গে সাড়া দিয়ে তার ঔদ্ধত্য দমন করেছিলেন।

আজকাল পশ্চিমী দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক উপায়ে সরকার নির্বাচনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, আর এইভাবে বিপুল জনসাধারণ তাদের নেতাদের ভাগ্যের সাথে একাত্ম হয়ে গেছে। এই সকল গর্বিত নেতারা যখন হিংসায় লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন যে জনগণ তাদের নির্বাচিত করেছিল, তাদেরই সেই হিংস্র সিদ্ধান্তের ঝুঁকি সইতে হয়। অতএব পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশগুলির নাগরিকদের কৃষ্ণভাবনাময় নেতৃবৃন্দকে নির্বাচিত করা উচিত, যাঁরা ভগবানের আইন অনুযায়ী এক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবেন। যদি জনগণ তা করতে ব্যর্থ হয়, তা হলে তাদের বস্তুবাদী নেতারা পরমেশ্বর ভগবানের অভিলাষ বিস্মৃত হয়ে, সর্বগ্রাসী বিধ্বংসী ঘটনাবলীর মাধ্যমে নিঃসন্দেহে দণ্ডিত হবে, এবং ঐ ধরনের নেতাদের যারা নির্বাচন করেছে, সেই জনগণও তাদের নেতাদের কার্যকলাপের জন্য দায়ী হয়ে, সেই দুর্ভোগের অংশীদার হবে।

এটা খুবই হাস্যকর যে, আধুনিক গণতন্ত্রে শুধু নেতারাই যে নিজেদের বিশ্বনিয়ন্তা মনে করছেন তাই নয়, জনসাধারণও তাদের নেতাদের ভগবানের প্রতিনিধি মনে করার চাইতে কেবলমাত্র তাদের নিজেদের প্রতিনিধি বলে মনে করছে এবং জনসাধারণরূপে তারা নিজেদের জাতিরও নিয়ন্তা বলে ভাবছে। তাই, যে দণ্ডভোগের কথা এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে আধুনিক পৃথিবীর সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আধুনিক মানুষকে কেবল তার অহংকারী অবস্থান থেকে পতনের প্রাকৃতিক শিক্ষা নিলেই হবে না; বরং তাকে বিনীতভাবে সর্বাকর্ষক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাকে পালন করার মাধ্যমে সুস্থ, শান্ত ও জ্ঞানময় এক নতুন যুগের অগ্রদূত হতে হবে।

শ্লোক ৮

স ত্বং মমৈশ্বর্যমদপ্লুতস্য
কৃতাগসস্তেঽবিদুষঃ প্রভাবম্ ।
ক্ষন্তুং প্রভোঽথার্হসি মূঢ়চেতসো
মৈবং পুনর্ভূন্মতিরীশ মেঽসতী ॥ ৮ ॥

সঃ—তিনি; **ত্বম্**—আপনার; **মম**—আমার; **ঐশ্বর্য**—শাসন ক্ষমতার; **মদ**—গর্বে; **প্লুতস্য**—নিমগ্ন হয়ে; **কৃত**—করেছি; **আগসঃ**—অপরাধ; **তে**—আপনার; **অবিদুষঃ**—না জেনে; **প্রভাবম্**—দিব্য প্রভাব; **ক্ষন্তুম্**—ক্ষমা করার; **প্রভো**—হে প্রভু; **অথ**—সুতরাং; **অর্হসি**—আপনার উচিত; **মূঢ়**—মূঢ়; **চেতসঃ**—যার বুদ্ধি; **মা**—কখনও; **এবম্**—এইভাবে; **পুনঃ**—পুনরায়; **ভূৎ**—হতে পারা; **মতিঃ**—জ্ঞান; **ঈশ**—হে ভগবান; **মে**—আমার; **অসতী**—অশুদ্ধ।

অনুবাদ

আমার শাসন ক্ষমতার গর্বে নিমগ্ন হয়ে, আপনার প্রভাব সম্পর্কে অজ্ঞ আমি আপনার প্রতি অপরাধ করেছি। হে প্রভু, আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আমার বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু আর কখনও যেন আমার এরূপ অসৎ মতি না হয়।

তাৎপর্য

যদিও শ্রীকৃষ্ণ গিরি গোবর্ধন উত্তোলন করে ব্রজবাসীদের রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তখনও পর্যন্ত তিনি নিজে ইন্দ্রকে কোন শাস্তি দেননি, এবং ইন্দ্রও ভয়ে ভয়ে ছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হয়ত যেকোন মুহূর্তে বিবস্বানপুত্র যমরাজকে আহ্বান করবেন, যিনি ভগবৎ-বিধান ভঙ্গকারী উদ্ধত ব্যক্তিদের শাস্তিদান করেন।

ইন্দ্র যথেষ্ট ভীত ছিলেন আর তাই ভগবানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে তিনি নিবেদন করেছিলেন যে, তিনি এতটাই স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন যে, শাস্তির মাধ্যমে উচিত শিক্ষা লাভ করেও তাঁর কিছু হবার নয়—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের কৃপার দ্বারাই তিনি শুদ্ধ হতে পারেন।

প্রকৃতপক্ষে, এই ঘটনায় ইন্দ্রের বিনম্রতা সত্ত্বেও তাঁর হৃদয় সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়নি। এই স্কন্ধে আমরা পরে জানতে পারব যে, এর পরেও একবার যখন শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের

রাজ্য থেকে একটি পারিজাত ফুল নিয়েছিলেন, হতভাগ্য ইন্দ্র আবার পরমেশ্বর ভগবানের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। তাই, জাগতিক দেবতাদের অশুদ্ধ জীবনের সঙ্গে জড়িত না হয়ে আমাদের নিত্য আবাস কৃষ্ণলোকে ফিরে যাবার জন্য সাগ্রহে আকাঙ্ক্ষা করা উচিত।

শ্লোক ৯

তবাবতারোঽয়মধোক্ষজেহ
ভুবো ভরাণামুরুভারজন্মনাম্ ।
চমূপতীনামভবায় দেব
ভবায় যুষ্মচ্চরণানুবর্তিনাম্ ॥ ৯ ॥

তব—আপনার; **অবতারঃ**—অবতরণ; **অয়ম্**—এই; **অধোক্ষজ**—হে চিন্ময় ভগবান; **ইহ**—এই জগতে; **ভুবঃ**—মর্ত্যধামে; **ভরাণাম্**—গুরুভারজনক; **উরু-ভার**—প্রভূত ভারের; **জন্মনাম্**—উৎপন্ন হয়; **চমূ-পতীনাম্**—সেনাপতিগণের; **অভবায়**—বিনাশের জন্য; **দেব**—হে পরম পুরুষোত্তম ভগবান; **ভবায়**—মঙ্গলের জন্য; **যুষ্মৎ**—আপনার; **চরণ**—পাদপদ্মদ্বয়; **অনুবর্তিনাম্**—সেবকগণের।

অনুবাদ

হে অধোক্ষজ, পৃথিবীর ভারস্বরূপ এবং বহু ভয়ঙ্কর দুর্ভোগসৃষ্টিকারী সেনাপতিদের বিনাশের জন্য আপনি এই জগতে অবতরণ করেন। হে ভগবান, একই সঙ্গে আপনার পাদপদ্মের বিশ্বস্ত সেবকদের মঙ্গলের জন্যও আপনি কাজ করে থাকেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে এক চিত্তাকর্ষক কাব্যভাব ব্যবহার করা হয়েছে। এই জগতে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণকে *অভব* বলা হয়েছে, যার আক্ষরিক অর্থ আসুরিকসেনাধ্যক্ষদের "বিলোপ" বা "বিনাশ" এবং একই সঙ্গে *ভব* শব্দের অর্থ বিশ্বস্তভাবে যাঁরা ভগবানের পাদপদ্মের সেবা করেন, তাঁদের "স্থিতি ও শ্রীবৃদ্ধি"।

ভব শব্দের দ্বারা এখানে যে যথার্থ স্থিতির কথা নির্দেশ করা হয়েছে, তা *সৎ-চিৎ-আনন্দ*, অর্থাৎ নিত্য, আনন্দ ও জ্ঞানময়। অজ্ঞ দর্শকের কাছে মনে হতে পারে যে, কোনও সাধারণ মানুষ যা করে থাকে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি তাঁর অনুগামীদের পুরস্কৃত করছেন আর তাঁর শত্রুদের শাস্তি দিচ্ছেন। ভগবান সম্বন্ধে এই বিশেষ সন্দেহ ষষ্ঠ স্কন্ধে বিস্তারিতভাবে উত্থাপিত হয়েছে যেখানে এক বিশেষ মহাজাগতিক যুদ্ধে কৃষ্ণ অবিশ্বাসী দানবদের বিরুদ্ধে বিশ্বস্ত দেবতাদের পক্ষ অবলম্বন করছেন। ঐ স্কন্ধে বৈষ্ণব আচার্যবর্গ পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ

সমস্ত জীবের পিতা ও প্রভু আর তাই তাঁর সকল কার্যাবলী সমস্ত জীবের মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। বস্তুত ভগবান কৃষ্ণ কারুরই অস্তিত্বহীনতার জন্য দায়ী নন; বরং তিনি ভগবৎ-বিধান লঙ্ঘনকারীদের মূর্খতা ও ধ্বংসকারী জাগতিক ভাবকে সংযত করেন। ভগবৎ-বিধানসমূহ সমগ্র সৃষ্টির শ্রীবৃদ্ধি, ঐক্য ও সুখের নিশ্চয়তার জন্য সৃষ্টি হয়েছে, আর তাই সেই আইন লঙ্ঘন অন্যায় উপদ্রব মাত্র।

অবশ্যই ইন্দ্র আশা করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে দানবরূপে নয়, ভক্তরূপেই গণ্য করবেন। যদিও ইন্দ্রের কার্যকলাপ বিবেচনা করলে কেউ ইন্দ্রের প্রকৃত বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ উদ্রেক করতেই পারেন। ইন্দ্র এই সম্ভাব্য সন্দেহ বিষয়ে সচেতন ছিলেন, তাই পরবর্তী শ্লোকে তিনি সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়ার চেষ্টা করেছেন।

শ্লোক ১০

নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে ।
বাসুদেবায় কৃষ্ণায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥ ১০ ॥

নমঃ—প্রণাম নিবেদন করি; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবান; **পুরুষায়**—অন্তর্যামী; **মহা-আত্মনে**—মহাত্মা; **বাসুদেবায়**—সর্বত্র যাঁর নিবাস; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণ; **সাত্বতাম্**—যদুকুলের; **পতয়ে**—পতি; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি।

অনুবাদ

আপনি পরমেশ্বর ভগবান, অন্তর্যামী, মহাত্মা ও সর্বব্যাপক, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। আপনি যদুকুলপতি কৃষ্ণ, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি।

শ্লোক ১১

স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহায় বিশুদ্ধজ্ঞান মূর্তয়ে ।
সর্বস্মৈ সর্ববীজায় সর্বভূতাত্মনে নমঃ ॥ ১১ ॥

স্ব—তাঁর নিজ (ভক্তগণ); **ছন্দ**—ইচ্ছানুসারে; **উপাত্ত**—ধারণ করেন; **দেহায়**—তাঁর দিব্য দেহসমূহ; **বিশুদ্ধ**—বিশুদ্ধ; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **মূর্তয়ে**—রূপ; **সর্বস্মৈ**—সর্ব-রূপ; **সর্ব-বীজায়**—সকলের বীজ বা মূল কারণ স্বরূপ; **সর্ব-ভূত**—সকল জীবের; **আত্মনে**—আত্মস্বরূপ; **নমঃ**—আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি।

অনুবাদ

যিনি নিজ ভক্তগণের ইচ্ছানুসারে তাঁর দিব্য দেহসমূহ ধারণ করেন, যিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানময়, যিনি সর্ব-রূপ, সকলের বীজ ও সর্বভূতের আত্ম-স্বরূপ, তাঁকে আমি আমার প্রণাম নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের প্রথম পংক্তিটি থেকে আমরা এমন বিশ্লেষণ করতে পারি না যে, ভগবান যেভাবেই হোক নৈর্ব্যক্তিক, কিন্তু একটি সবিশেষ জড়জাগতিক দেহ ধারণ করেন। এখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, ভগবান *স্বচ্ছন্দ* অনুসারে—অর্থাৎ, তাঁর আপন ইচ্ছা অনুসারে অথবা তাঁর ভক্তবৃন্দের ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেন। একজন নির্বিশেষ ভগবান তাঁর ভক্তবৃন্দের সঙ্গে আপন ইচ্ছার ভাব বিনিময় করতে পারেন না আর যে ভগবান নির্বিশেষ, তাঁর কোন ইচ্ছাও থাকতে পারে না, কারণ ইচ্ছা ব্যাপারটি বিশেষ ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। সুতরাং ভগবানের নিজ ইচ্ছানুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ থেকে বোঝায় যে, তিনি নিত্যত এক নির্বিশেষ পুরুষসত্তা এবং তাঁর নিজ নিত্য স্বভাবের প্রকাশরূপে তিনি তাঁর বিভিন্ন দিব্য দেহসমূহ প্রকাশিত করেন।

বিশুদ্ধ-জ্ঞান-মূর্তয়ে কথাটি এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *মূর্তি* শব্দটির অর্থ বিগ্রহের আকার বা রূপ এবং এখানে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, ভগবানের রূপ স্বয়ং বিশুদ্ধ জ্ঞানময়। চেতনা বা জ্ঞান প্রাথমিক পারমার্থিক উপাদান যে কোন জাগতিক উপাদান থেকে তা স্বতন্ত্র, এমন কি অতি সূক্ষ্ম বা মনস্তত্ত্বীয় জড় উপাদানসমূহ—জাগতিক মন, বুদ্ধি ও অহংকার থেকেও স্বতন্ত্র। মন, বুদ্ধি, অহংকার, বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপর এক আত্মিক আবরণ মাত্র। যেহেতু ভগবানের রূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানময়, তাই এই জগতে আমরা যা বহন করছি, সেই অস্থি-মাংসের থলিরূপ জড় দেহ দ্বারা আমরা তা সামান্যই হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

এই শ্লোকের শেষ দুটি পংক্তিতে *সর্ব* "সবকিছু" শব্দটিতে কাব্যিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ভগবানই সব—তিনিই সকলের বীজস্বরূপ, এবং তিনিই সর্বভূতের আত্মস্বরূপ। অতএব, ইন্দ্রের সঙ্গে যোগদান করে আমরাও যেন ভগবানকে প্রণাম নিবেদন করি।

শ্লোক ১২

ময়েদং ভগবন্ গোষ্ঠনাশায়াসারবায়ুভিঃ ।
চেষ্টিতং বিহতে যজ্ঞে মানিনা তীব্রমন্যুনা ॥ ১২ ॥

ময়া—আমার দ্বারা; **ইদম্**—এইভাবে; **ভগবন্**—হে ভগবান; **গোষ্ঠ**—আপনার গোষ্ঠ; **নাশায়**—বিনাশ করার জন্য; **আসার**—প্রবল বর্ষণ দ্বারা; **বায়ুভিঃ**—এবং বায়ু; **চেষ্টিতম্**—চেষ্টা; **বিহতে**—যখন তা নষ্ট হয়েছিল; **যজ্ঞে**—আমার যজ্ঞ; **মানিনা**—(আমার দ্বারা) যে গর্বিত ছিল; **তীব্র**—তীব্র; **মন্যুনা**—ক্রোধী।

অনুবাদ

হে ভগবান, আমার যজ্ঞ যখন নষ্ট হয়েছিল, তখন আমার গর্ব হেতু আমি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম। এইভাবে প্রবল বর্ষণ ও বায়ুর দ্বারা আমি আপনার গোষ্ঠ বিনাশের চেষ্টা করেছিলাম।

শ্লোক ১৩

ত্বয়েশানুগৃহীতোঽস্মি ধ্বস্তস্তম্ভো বৃথোদ্যমঃ ।
ঈশ্বরং গুরুমাত্মনং ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ১৩ ॥

ত্বয়া—আপনার দ্বারা; ঈশ—হে ভগবান; অনুগৃহীতঃ—কৃপা প্রদর্শিত; অস্মি—আমি; ধ্বস্তঃ—চূর্ণ; স্তম্ভঃ—আমার গর্ব; বৃথা—ব্যর্থ; উদ্যমঃ—আমার প্রচেষ্টা; ঈশ্বরম্—পরমেশ্বর ভগবান; গুরুম্—গুরুদেব; আত্মানম্—আত্মারূপী; ত্বাম্—আপনার; অহম্—আমি; শরণম্—আশ্রয়ের জন্য; গতঃ—এসেছি।

অনুবাদ

হে ঈশ্বর, আমার গর্ব চূর্ণ করে এবং (বৃন্দাবনকে আমার শাস্তি প্রদানের প্রচেষ্টা) ব্যর্থ করে আপনি আমায় কৃপা প্রদর্শন করেছেন। পরমেশ্বর ভগবান, গুরুদেব ও পরমাত্মা স্বরূপ আপনার কাছে আমি এখন আশ্রয়ের জন্য এসেছি।

শ্লোক ১৪

শ্রীশুক উবাচ

এবং সঙ্কীর্তিতঃ কৃষ্ণো মঘোনা ভগবানমুম্ ।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; এবম্—এইভাবে; সঙ্কীর্তিতঃ—স্তব কীর্তন করলে; কৃষ্ণঃ—ভগবান কৃষ্ণ; মঘোনা—ইন্দ্র; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; অমুম্—তাকে; মেঘ—মেঘের মতো; গম্ভীরয়া—গম্ভীর; বাচা—স্বরে; প্রহসন্—স্মিত হেসে; ইদম্—এইরূপ; অব্রবীৎ—বললেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে ইন্দ্রের দ্বারা বন্দিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্মিত হেসে মেঘগম্ভীর স্বরে তাঁকে নিম্নরূপ কথাগুলি বললেন।

তাৎপর্য

যদিও এই লীলায় শ্রীকৃষ্ণ ছোট বালকরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাহলেও *মেঘ-গম্ভীরয়া-বাচা* কথাটি নির্দেশ করছে যে, তিনি ইন্দ্রের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের গম্ভীর প্রতিধ্বনিত কণ্ঠে কথা বলেছিলেন।

শ্লোক ১৫

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া তেঽকারি মঘবন্ মখভঙ্গোঽনুগৃহ্নতা ।
ভবনুস্মৃতয়ে নিত্যং মত্তস্যেন্দ্রশ্রিয়া ভৃশম্ ॥ ১৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ময়া**—আমার দ্বারা; **তে**—তোমার; **অকারি**—করা হয়েছিল; **মঘবন্**—হে ইন্দ্র; **মখ**—তোমার যজ্ঞ; **ভঙ্গঃ**—ভঙ্গ; **অনুগৃহ্নতা**—তোমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করে; **মৎ-অনুস্মৃতয়ে**—আমার স্মৃতি জাগরণের জন্য; **নিত্যম্**—অনবরত; **মত্তস্য**—গর্বিত; **ইন্দ্র-শ্রিয়া**—ইন্দ্রের ঐশ্বর্য; **ভৃশম্**—অত্যন্ত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে ইন্দ্র, কৃপাবশত আমি তোমার যজ্ঞ বন্ধ করেছিলাম। স্বর্গের রাজারূপে তোমার ঐশ্বর্যের জন্য তুমি অত্যন্ত গর্বিত হয়ে উঠেছিলে আর আমি চেয়েছিলাম তুমি সর্বদা আমায় স্মরণ কর।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, ইন্দ্র এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে অন্তরঙ্গভাবে বাক্য বিনিময় করেন। ইন্দ্র তাঁর মনকে ভগবানের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন, আর এখন শ্রীকৃষ্ণও তেমনিভাবে তাঁর আপন উদ্দেশ্য প্রকাশ করছেন।

এই অধ্যায়ের শ্লোক ১১-তে ইন্দ্র দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে ভগবান কৃষ্ণই সবকিছু আর এইভাবে ইন্দ্রের নিজ বিবেচনা অনুযায়ী, কৃষ্ণকে ভুলে যাওয়া স্পষ্টতই কাণ্ডজ্ঞানহীনতা। পরমেশ্বর ভগবান যখন তাঁর পরম অস্তিত্বের কথা আমাদের মনে করান, তিনি তখন জাগতিক রাজনীতিবিদ বা বিনোদনকারীর মতো গর্বভরে নিজেকে বিজ্ঞাপিত করেন না। ভগবান তাঁর আপন পরম অস্তিত্বে আত্ম-সন্তুষ্ট এবং তিনি তাঁর নিত্য পার্ষদরূপে আমাদের আপন শুদ্ধ অস্তিত্বে ফিরিয়ে নেবার জন্য স্নেহভরে চেষ্টা করেন।

ভগবানের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বর্গের রাজা ইন্দ্রও কেবল একটি শিশু মাত্র—এবং দুষ্টু শিশু হলে যা হয়—সেইভাবে ভগবানও যত্নশীল পিতারূপে তাঁর শিশুকে শাস্তিদান করে কৃষ্ণভাবনামৃতের সুস্থতা ফিরিয়ে নেন।

শ্লোক ১৬

মামৈশ্বর্যশ্রীমদান্ধো দণ্ডপানিং ন পশ্যতি ।
তং ভ্রংশয়ামি সম্পদ্ভ্যো যস্য চেচ্ছাম্যনুগ্রহম্ ॥ ১৬ ॥

মাম্—আমাকে; **ঐশ্বর্য**—তাঁর শক্তির; **শ্রী**—এবং সৌন্দর্য; **মদ**—গর্বে; **অন্ধঃ**—অন্ধ; **দণ্ড**—দণ্ড; **পাণিম্**—আমার হাতে; **ন পশ্যতি**—দেখতে পায় না; **তম্**—তাকে; **ভ্রংশয়ামি**—আমি ভ্রষ্ট করি; **সম্পদ্ভ্যঃ**—তার জাগতিক সম্পদ থেকে; **যস্য**—যার জন্য; **চ**—এবং; **ইচ্ছামি**—আমি ইচ্ছা করি; **অনুগ্রহম্**—অনুগ্রহ।

অনুবাদ

মানুষ তার শক্তি ও ঐশ্বর্যগর্বে অন্ধ হয়ে দণ্ডপাণি আমাকে নিকটে দর্শন করতে পারে না। আমি যদি তার প্রকৃত কল্যাণ কামনা করি, তবে তার জাগতিক সৌভাগ্যের অবস্থান থেকে তাকে আমি বিচ্যুত করি।

তাৎপর্য

কেউ তর্ক করতে পারে, "ভগবানের তো সকলেরই প্রকৃত কল্যাণ কামনা করা উচিত; তিনি সাধারণভাবে বলতে পারতেন যে, তিনি সকলেরই ঐশ্বর্যকে দূরীভূত করে সবাইকে আশীর্বাদ করবেন। কিন্তু তা না বলে তাহলে শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে কেন বলছেন যে, যিনি তাঁর কৃপা প্রাপ্ত হতে চলেছেন তাঁর ঐশ্বর্যগর্বকে তিনি বিচ্যুত করেন?" অপরপক্ষে, আমরা বলতে পারি যে, প্রত্যেকেরই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু ঘটে থাকে, আর এইভাবে ভগবান কৃষ্ণ প্রত্যেকেরই ঐশ্বর্য ও অহংকার হরণ করেন। তবুও আমরা যদি ভগবানের কথাটিকে প্রত্যেকের মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তের জীবনের ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি, তা হলে *ভগবদ্গীতায়* (৪/১১) উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণের কথাটিকে মনে করতে হবে, *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্* অর্থাৎ "যে যেভাবে আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করে, প্রপত্তি স্বীকার করে, আমি তাকে সেইভাবেই পুরস্কৃত করি।" শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেকেরই কল্যাণ কামনা করেন, কিন্তু যখন তিনি এখানে বলেন যে *যস্য চেচ্ছাম্যনুগ্রহম্* "আমি যার কল্যাণ কামনা করি তখন বুঝতে হবে যে, ভগবান তাদেরই কথা বলছেন, যারা তাদের আপন কর্ম ও ভাবনা দ্বারা পারমার্থিক মঙ্গল লাভের বাসনা প্রকাশ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ চান যে প্রত্যেকেই কৃষ্ণভাবনামৃতে সুখী হোন, কিন্তু যখন তিনি দেখেন যে, কোন বিশেষ ব্যক্তি পারমার্থিক সুখ লাভেরও আকাঙ্ক্ষা করছেন, তখন ভগবান বিশেষভাবে সেই মানুষটির জন্যই তা আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন। এটিই পারস্পরিক আদান-প্রদানের স্বাভাবিক ধারা যা *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৯) ভগবানের উক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ—*সমোঽহং সর্বভূতেষু*—"আমি সকল জীবের প্রতি সমভাবাপন্ন।"

শ্লোক ১৭

গম্যতাং শক্র ভদ্রং বঃ ক্রিয়তাং মেঽনুশাসনম্ ।
স্থীয়তাং স্বাধিকারেষু যুক্তৈর্বঃ স্তম্ভবর্জিতৈঃ ॥ ১৭ ॥

গম্যতাম্—তুমি যাও; **শক্র**—হে ইন্দ্র; **ভদ্রম্**—মঙ্গল হোক; **বঃ**—তোমাদের; **ক্রিয়তাম্**—তোমার পালন করা উচিত; **মে**—আমার; **অনুশাসনম্**—নির্দেশ; **স্থীয়তাম্**—তুমি অবস্থান করবে; **স্ব**—তোমার নিজের; **অধিকারেষু**—দায়িত্বসমূহে; **যুক্তৈঃ**—স্থিরভাবে যুক্ত হয়ে; **বঃ**—তোমরা; **স্তম্ভ**—গর্ব; **বর্জিতৈঃ**—রহিত হয়ে।

অনুবাদ

হে ইন্দ্র, এখন তুমি যেতে পারো। স্বর্গের রাজারূপে তোমাদের নিয়োজিত মর্যাদায় স্থিত হয়ে সংযতভাবে, অহংকারশূন্য হয়ে আমার নির্দেশ পালন করবে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ এখানে ইন্দ্রকে বহুবচনে (*বঃ*) সম্বোধন করেছেন, কারণ এই গভীর নির্দেশ সকল দেবতাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ১৮

অথাহ সুরভিঃ কৃষ্ণমভিবন্দ্য মনস্বিনী ।
স্বসন্তানৈরুপামন্ত্র্য গোপরূপিণমীশ্বরম্ ॥ ১৮ ॥

অথ—অতঃপর; **আহ**—বললেন; **সুরভিঃ**—গো মাতা, সুরভি; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণকে; **অভিবন্দ্য**—শ্রদ্ধা নিবেদন করে; **মনস্বিনী**—প্রশান্তচিত্তা; **স্ব-সন্তানৈঃ**—তাঁর নিজ সন্তানগণের সঙ্গে; **উপা-মন্ত্র্য**—তাঁকে সম্বোধন করে; **গোপ-রূপিণম্**—গোপ-বালকরূপে আবির্ভূত; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে।

অনুবাদ

অতঃপর, মাতা সুরভি তাঁর গো-সন্তান সমূহের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর প্রণতি নিবেদন করলেন। গোপবালকরূপে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত পরমেশ্বর ভগবানকে সশ্রদ্ধভাবে সম্বোধন করে প্রশান্তচিত্তা সুরভি বললেন।

তাৎপর্য

এখানে বলা হয়েছে যে, স্বর্গের গাভী সুরভি তাঁর সন্তান সহ শ্রীকৃষ্ণের কাছে গমন করেছিলেন। সুরভির সন্তান (*স্ব-সন্তানৈঃ*) বলতে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যারা খেলা করে সেইসব গো-সমূহকে বোঝানো হয়েছে। যদিও শ্রীকৃষ্ণের গো-সমূহ চিন্ময়, স্বর্গের সুরভি গাভী স্নেহপরায়ণভাবে তাদের দর্শন করতেন, যেন তারা তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ নিজেও তাই করতেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকরূপে আবির্ভূত হওয়ার পর থেকে সমস্ত পরিস্থিতিটি ছিল বেশ স্বচ্ছন্দ আর সেই সুযোগ গ্রহণ করে সুরভি নিম্নে বর্ণিত প্রার্থনাগুলি নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

সুরভিঃ উবাচ

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভব ।
ভবতা লোকনাথেন সনাথা বয়মচ্যুত ॥ ১৯ ॥

সুরভিঃ উবাচ—সুরভি বললেন; **কৃষ্ণ, কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ; **মহাযোগিন্**—হে মহাযোগী; **বিশ্ব-আত্মন্**—হে বিশ্বাত্মন্; **বিশ্ব-সম্ভব**—হে বিশ্বস্রষ্টা; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **লোকনাথেন**—জগৎপতি; **স-নাথাঃ**—আমাদের প্রভু; **বয়ম্**—আমরা; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত।

অনুবাদ

সুরভি মাতা বললেন—হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, মহাযোগী! হে বিশ্বের আত্মা ও উৎপত্তি! আপনি জগৎ-পতি এবং আপনার কৃপায়, হে অচ্যুত, আমরা আমাদের প্রভুরূপে আপনাকে পেয়েছি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নির্দিষ্টভাবে বলছেন যে, এখানে সুরভি মাতা দারুণ ভাবাবেগ অনুভব করছিলেন আর তাই তিনি দু'বার "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" বলেছিলেন। কৃষ্ণ তাঁর যোগশক্তি দ্বারা গিরি গোবর্ধন উত্তোলন করে বৃন্দাবনের গো-সমূহকে রক্ষা করেছিলেন, যেখানে তার তথাকথিত প্রভু ইন্দ্র তাদের হত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। তাই সুরভি এখন পরিষ্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করছেন যে, দেবতারা নয়, বরং পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর চিরদিনের প্রকৃত প্রভু।

শ্লোক ২০

ত্বং নঃ পরমকং দৈবং ত্বং ন ইন্দ্রো জগৎপতে ।
ভবায় ভব গোবিপ্রদেবানাং যে চ সাধবঃ ॥ ২০ ॥

ত্বম্—আপনি; **নঃ**—আমাদের; **পরমকম্**—পরম; **দৈবম্**—পূজনীয় বিগ্রহ; **ত্বম্**—আপনি; **নঃ**—আমাদের; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **জগৎ-পতে**—হে জগতের পতি; **ভবায়**—কল্যাণের জন্য; **ভব**—হও; **গো**—গো-সমূহের; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণগণের; **দেবানাম্**—ও দেবতাগণের; **যে**—যে; **চ**—এবং; **সাধবঃ**—সাধুগণের।

অনুবাদ

আপনি আমাদের আরাধ্য বিগ্রহ। সুতরাং হে জগৎপতি, গো, ব্রাহ্মণ, দেবতাগণ এবং সকল সাধুগণের মঙ্গলের জন্য, দয়া করে আমাদের ইন্দ্র হও।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ংসম্পূর্ণ; তিনি স্বয়ং সমস্ত কিছুই করতে পারেন। ভগবান তাঁর অসংখ্য সন্তানদের একজনকে মহাজাগতিক স্বর্গের অধীশ্বর, ইন্দ্রের পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু ইন্দ্র তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন আর এখন সুরভি পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে সরাসরিভাবে তাঁর প্রভু, তাঁর ইন্দ্র হওয়ার জন্য অনুরোধ করছেন। আমাদের যত্নসহকারে মিথ্যা অহংকার রহিত হয়ে নিজেদের কর্তব্যগুলি সম্পাদন করা উচিত; তা হলে বর্তমান ক্ষেত্রে ইন্দ্রদেব বাস্তবিকই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর বৃন্দাবনবাসী ভক্তদের আক্রমণ করে যেভাবে আপাংক্তেয় এবং বিপর্যস্ত হয়েছিলেন, আমাদের তেমন হবে না।

শ্লোক ২১

ইন্দ্রং নস্ত্বাভিষেক্ষ্যামো ব্রহ্মণা চোদিতা বয়ম্ ।
অবতীর্ণোঽসি বিশ্বাত্মন্ ভূমের্ভারাপনুত্তয়ে ॥ ২১ ॥

ইন্দ্রম্—ইন্দ্র রূপে; **নঃ**—আমাদের; **ত্বা**—আপনাকে; **অভিষেক্ষ্যামঃ**—আমরা অভিষেক অনুষ্ঠান করব; **ব্রহ্মণা**—ব্রহ্মার দ্বারা; **চোদিতা**—প্রেরিত; **বয়ম্**—আমরা; **অবতীর্ণঃ অসি**—আপনি অবতরণ করেছেন; **বিশ্ব-আত্মন্**—হে বিশ্ব-আত্মা; **ভূমেঃ**—পৃথিবীর; **ভার**—ভার; **অপনুত্তয়ে**—হরণ করার জন্য।

অনুবাদ

ব্রহ্মা কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে আমরা ইন্দ্ররূপে আপনার অভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত করব। হে বিশ্বাত্মা, আপনি এই জগতের ভূ-ভার মোচন করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে সুরভি পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন যে, পুরন্দরের (ইন্দ্র) মতো ভ্রান্ত দেবতার নেতৃত্বে তিনি অনেক থেকেছেন, এখন তিনি প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যেহেতু ব্রহ্মা তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন তাই তাঁর নিজ প্রভুরূপে কৃষ্ণকে অভিষিক্ত করার চেষ্টাটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত। অধিকন্তু, ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং আত্মধ্বংসী জড় প্রশাসনের ভার মোচন করার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন আর তাই এটি সম্পূর্ণভাবে ভগবানের আপন উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে তিনি সুরভির প্রভু হবেন। যেহেতু ভগবান লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড শাসন করেন, তিনি অবশ্যই মাতা সুরভির যত্ন নেবেন।

প্রকৃতপক্ষে, সুরভি ভগবানের অভিষেক করতে চেয়েছিলেন তাঁর আপন শুদ্ধতার জন্য আর বিশ্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণের কাছে আন্তরিকভাবেই তিনি সেই প্রস্তাব রেখেছিলেন।

শ্লোক ২২-২৩

শ্রীশুক উবাচ

এবং কৃষ্ণমুপামন্ত্র্য সুরভিঃ পয়সাত্মনঃ ।
জলৈরাকাশগঙ্গায়া ঐরাবতকরোদ্ধৃতৈঃ ॥ ২২ ॥
ইন্দ্রঃ সুরর্ষিভিঃ সাকং চোদিতো দেবমাতৃভিঃ ।
অভ্যসিঞ্চত দাশার্হং গোবিন্দ ইতি চাভ্যধাৎ ॥ ২৩ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **উপামন্ত্র্য**—অনুরোধ করে; **সুরভিঃ**—মাতা সুরভি; **পয়সা**—দুগ্ধ; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজ; **জলৈঃ**—জল সহযোগে; **আকাশ-গঙ্গায়াঃ**—স্বর্গ থেকে প্রবাহিত গঙ্গা (মন্দাকিনী নামে পরিচিত); **ঐরাবত**—ইন্দ্রের বাহন 'ঐরাবত' নামক হাতী; **কর**—শুঁড় দ্বারা; **উদ্ধৃতৈঃ**—বহন করে; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **সুর**—দেবতাদের দ্বারা; **ঋষিভিঃ**—এবং মহান ঋষিগণ; **সাকম্**—সঙ্গে; **চোদিতঃ**—প্রেরণায়; **দেব**—দেবতাগণের; **মাতৃভিঃ**—মাতৃগণের (অদিতির নেতৃত্বে); **অভ্যসিঞ্চত**—অভিষেক করলেন; **দাশার্হম্**—শ্রীকৃষ্ণ, রাজা দশার্হের বংশধর; **গোবিন্দঃ ইতি**—গোবিন্দ রূপে; **চ**—এবং; **অভ্যধাৎ**—তিনি ভগবানের নাম রাখলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভাষণ করে মাতা সুরভি তাঁর আপন দুগ্ধ দ্বারা, এবং অদিতি ও অন্যান্য দেবমাতৃগণের নির্দেশে, দেবতা ও মহান ঋষিগণের সঙ্গে ইন্দ্র, তার হস্তী বাহন ঐরাবতের শুঁড় দ্বারা বাহিত স্বর্গের গঙ্গা জল দ্বারা দশার্হ বংশজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করলেন এবং তাঁকে গোবিন্দ নামে অভিহিত করলেন।

তাৎপর্য

আচার্যগণের মতে, যেহেতু ইন্দ্র তাঁর বৃন্দাবন আক্রমণের সাঙ্ঘাতিক ভুলের জন্য বিব্রত ছিলেন, তাই তিনি ভগবানের পূজা করতে অনিচ্ছুক হন। কিন্তু অদিতি আদি দেব-মাতৃকাগণ তাঁকে এই ব্যাপারে প্রেরণা দান করেন। তার চেয়ে কম অপরাধী দেবতাগণের উৎসাহ প্রদানে উদ্বুদ্ধ হয়ে অতঃপর ইন্দ্র ভগবানের অভিষেক করলেন। ইন্দ্র আবিষ্কার করলেন যে, কৃষ্ণ নামে মনোহর গোপবালকই আসলে পরম পুরুষোত্তম ভগবান।

শ্লোক ২৪

তত্রাগতাস্তুম্বুরুনারদয়ো
গন্ধর্ববিদ্যাধরসিদ্ধচারণাঃ ।
জগুর্যশো লোকমলাপহং হরেঃ
সুরাঙ্গনাঃ সংননৃতুর্মুদান্বিতাঃ ॥ ২৪ ॥

তত্র—সেই স্থানে; আগতাঃ—সমাগত হয়েছিলেন; তুম্বুরু—তুম্বুরু নামক গন্ধর্বগণ; নারদ—নারদ মুনি; আদয়ঃ—এবং অন্যান্য দেবতাগণ; গন্ধর্ব-বিদ্যাধর-সিদ্ধ-চারণাঃ—গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও চারণগণ; জগুঃ—গান করলেন; যশঃ—মহিমা; লোক—সমগ্র জগৎ; মল—পাপ; অপহম্—নাশক; হরেঃ—শ্রীহরির; সুর—দেবতাগণের; অঙ্গনাঃ—পত্নীগণ; সংননৃতুঃ—একসাথে নৃত্য করলেন; মুদা অন্বিতাঃ—আনন্দে পূর্ণ।

অনুবাদ

তুম্বুরু, নারদ এবং অন্যান্য গন্ধর্বগণ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, এবং চারণগণ সহযোগে শ্রীহরির জগৎ পবিত্রকারী মহিমা গান করবার জন্য সমাগত হয়েছিলেন। দেব-পত্নীগণ আনন্দে পূর্ণ হয়ে ভগবানের সম্মানে একত্রে নৃত্য করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

তং তুষ্টুবুর্দেবনিকায়কেতবো
হ্যবাকিরংশ্চাদ্ভুতপুষ্পবৃষ্টিভিঃ ।
লোকাঃ পরাং নির্বৃতিমাপ্নুবংস্ত্রয়ো
গাবস্তদা গামনয়ন্ পয়োদ্রুতাম্ ॥ ২৫ ॥

তম্—তাঁকে; তুষ্টুবুঃ—স্তুতি; দেব-নিকায়—সকল দেবগণের; কেতবঃ—শ্রেষ্ঠ; হি—বস্তুতঃ; অবাকিরন্—তাঁরা তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল; চ—এবং; অদ্ভুত—বিস্ময়কর; পুষ্প—পুষ্প; বৃষ্টিভিঃ—বৃষ্টি; লোকাঃ—জগৎসমূহ; পরম্—পরম; নির্বৃতিম্—সন্তোষ; আপ্নুবন্—লাভ করেছিল; ত্রয়ঃ—ত্রি; গাবঃ—গো-সমূহ; তদা—তখন; গাম্—পৃথিবী; অনয়ন্—আনয়ন করেছিলেন; পয়ঃ—তাদের দুগ্ধ দ্বারা; দ্রুতাম্—সিক্ত করেছিল।

অনুবাদ

শ্রেষ্ঠ দেবগণ ভগবানের স্তুতি কীর্তন করে তাঁর চতুর্দিকে অপূর্ব পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন। ত্রিলোক পরম সন্তোষ লাভ করেছিল এবং গাভীরা তাদের দুগ্ধ দ্বারা পৃথ্বীতলকে সিক্ত করেছিল।

তাৎপর্য

আক্ষরিকভাবে *কেতবঃ* শব্দটির অর্থ "পতাকা"। নেতৃস্থানীয় দেবতারা দেবতা-কুলের প্রতীক বা পতাকা স্বরূপ এবং তাঁরা ভগবানের মহিমা কীর্তনের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ভগবানকে তাঁরা বিস্ময়কর বহুবর্ণ, সুগন্ধি, পুষ্প বর্ষণের দ্বারা আচ্ছাদিত করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

নানারসৌঘাঃ সরিতো বৃক্ষা আসন্মধুস্রবাঃ ।
অকৃষ্টপচ্যৌষধয়ো গিরয়োঽবিভ্রন্নুন্মণীন্ ॥ ২৬ ॥

নানা—বিভিন্ন; **রস**—রস; **ওঘাঃ-সরিতঃ**—বহমান নদীসকল; **বৃক্ষাঃ**—বৃক্ষসকল; **আসন্**—হয়েছিল; **মধু**—মধু; **স্রবাঃ**—প্রবাহিত; **অকৃষ্ট**—এমনকি কর্ষণ ব্যতীত; **পচ্য**—পরিপক্ক; **ঔষধয়ঃ**—উদ্ভিদসমূহ; **গিরয়ঃ**—পর্বতসমূহ; **অবিভ্রন্**—ধারণ করেছিল; **উৎ**—ভূমির বাইরে; **মণীন্**—রত্নসমূহ।

অনুবাদ

নদীগুলিতে বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু রস প্রবাহিতা হয়েছিল, বৃক্ষগুলি থেকে মধুক্ষরণ হচ্ছিল, কর্ষণ ব্যতীতই ভোজ্য উদ্ভিদগুলি পরিণত হয়েছিল এবং পর্বতগুলি তাদের অভ্যন্তরের রত্নরাজি বাইরে বিচ্ছুরিত করেছিল।

শ্লোক ২৭

কৃষ্ণেঽভিষিক্ত এতানি সর্বাণি কুরুনন্দন ।
নির্বৈরাণ্যভবংস্তাত ক্রূরাণ্যপি নিসর্গতঃ ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণে—শ্রীকৃষ্ণ; **অভিষিক্তে**—অভিষিক্ত হলে; **এতানি**—এই সমস্ত; **সর্বাণি**—সকল; **কুরুনন্দন**—হে প্রিয় কুরু-বংশজ; **নির্বৈরাণি**—শত্রুভাব রহিত; **অভবন্**—হলেন; **তাত**—হে পরীক্ষিৎ; **ক্রূরাণি**—ক্রূর; **অপি**—যদিও; **নিসর্গতঃ**—স্বভাবে।

অনুবাদ

হে কুরুনন্দন পরীক্ষিৎ, শ্রীকৃষ্ণ অভিষিক্ত হলে সমস্ত জীব, এমন কি যারা স্বভাবে ক্রূর, তারাও সম্পূর্ণ বৈরিতামুক্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করার ফল স্বরূপ পৃথিবীর পরম সুখপূর্ণ অবস্থার এই সমস্ত বর্ণনা শুনে যারা কলুষিত এবং দোষদর্শী, তারা হয়ত উপহাস করবে। দুর্ভাগ্যবশত পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা যে কেবলমাত্র কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধ্যমেই

হওয়া সম্ভব, সেই ধারণাকে তাদের সমালোচনা দ্বারা বাতিল করে আধুনিক মানুষেরা পৃথিবীতে একটি নরক সৃষ্টি করেছে। যে অবস্থার বর্ণনা এখানে করা হয়েছে সেটি কেবলমাত্র এক প্রামাণ্য ঐতিহাসিক ঘটনা, ভগবানের পবিত্র অভিষেক উৎসব দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল। যেহেতু ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় তাই আশা করা যায় যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন পুনরায় সারা বিশ্বকে আত্মোপলব্ধিসম্পন্ন অস্তিত্বময়তার উজ্জ্বল বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনবেন।

শ্লোক ২৮

ইতি গোগোকুলপতিং গোবিন্দমভিষিচ্য সঃ ।
অনুজ্ঞাতো যযৌ শক্রো বৃতো দেবাদিভির্দিবম্ ॥ ২৮ ॥

ইতি—এইভাবে; **গো**—গোসমূহের; **গোকুল**—এবং গোপকুলের; **পতিম্**—পতি; **গোবিন্দম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **অভিষিচ্য**—অভিষিক্ত; **সঃ**—সে, ইন্দ্র; **অনুজ্ঞাতঃ**—অনুমতি অনুসারে; **যযৌ**—গমন করলেন; **শক্রঃ**—ইন্দ্র; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **দেব-আদিভিঃ**—দেবতা ও অন্যান্যদের দ্বারা; **দিবম্**—স্বর্গে।

অনুবাদ

গো ও গোপগণের পতি ভগবান গোবিন্দের অভিষেক উৎসব শেষ হবার পর, দেবরাজ ইন্দ্র ভগবানের অনুমতি গ্রহণ করে, দেবতা প্রভৃতি দ্বারা পরিবৃত হয়ে স্বর্গে ফিরে গেলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'দেবরাজ ইন্দ্র ও মাতা সুরভির প্রার্থনা' নামক সপ্তবিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।